

কন্যা শিশুর অধিকার গাজী শরীফা ইয়াছমিন

আরিফ ও নিশি'র পাঁচদিনের মেয়ে অহনা। অহনাকে দেখতে বাড়িতে আত্মিয়সজনের ভিড়। নিশিকে এক আত্মিয় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো, “মেয়ে হওয়ার জন্য বাড়ির লোক সবাই খুশি? কথা শোনায় নাই?” নিশি প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে প্রশ্ন করার অর্থ। দৃঢ়ভাবে জানায় অহনাকে নিয়ে সবাই খুব খুশি।

আসলে শিশুতো শিশুই। ভেদাভেদ করে মানুষ। প্রায় পরিবারে মেয়ে শিশুর প্রতি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। অনেক শিক্ষিত মানুষ বলে থাকে যে ছেলে বা মেয়ে সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু তারা আদতে ছেলে সন্তানই চেয়ে থাকেন। বংশরক্ষা কিংবা বৃক্ষ বয়সে দেখাশোনা করার মতো খোঁড়া যুক্তি দিয়ে। এমনকি মেয়ে সন্তান হওয়ার জন্য পুরুষ দায়ী, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি মাঝে মাঝে শিক্ষিত সমাজ মানতে নারাজ। তাই এই আধুনিক সমাজেও কোনো অন্যায় না করেও অনেক নারীকে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ কন্যা শিশু। বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ মিলিয়ন। এই শিশুদের অর্ধেকই কন্যা শিশু। শিশুর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই আইনকে যুগেপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন-২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি), ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, নীতিমালাসহ সবক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কন্যা শিশুদের যথাযথ শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কন্যা শিশুদের যথাযথ শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপে গ্রহণ করছে। কন্যা শিশুদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে, তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে কন্যা শিশুদের কল্যাণে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, উপবৃত্তি প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন (দমন) আইন-২০০০ এ নতুন ধারা সংযোজন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকার দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। এই শিশুদের মধ্যে অন্তত ১৫ শতাংশ কন্যাশিশু। বাংলাদেশে কন্যা শিশুদের শিক্ষার অধিকার, খাদ্য ও পুষ্টির সুরক্ষা, আইনি সহায়তা, ন্যায় বিচারের অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা, বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে প্রতিবছর ৩০ সেটেন্টের জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়। গতবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল- ‘সময়ের অঙ্গীকার, কন্যা শিশুর অধিকার’। করোনাকালে কন্যাশিশুর ওপর বঞ্চনা বেড়ে যাওয়ায় দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়।

২০১৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) নিয়েছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, সার্বিক বাল্যবিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম চাবিকাটি। শিক্ষা কন্যা শিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্ল্যান বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের বেলায় এই সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। বর্তমান সরকার ছাত্রী ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য নারীবাদ্ব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

জাতিসংঘের শিশু-বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানীয় দেশগুলোর একটি। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। সেভ দ্য চিল্ড্রেনের তথ্য অনুসারে, ১০ বছর বয়সি কন্যা শিশুদের অনেক বেশি বয়সি পুরুষদের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়।

গত দুই দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণসহ নারী ও কন্যা শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতিতে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার আরও অবনতি ঘটেছে। তথ্যানুযায়ী, করোনা বাস্তবতায় সারাবিশ্বের ৬৫০ মিলিয়ন বাল্যবিবাহের শিকার হওয়া নারীর সঙ্গে নতুনভাবে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে পড়েছে আরও ১০ মিলিয়ন কন্যা শিশু। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায়। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের

কন্যা শিশুরা অনেক বেশি মাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে আছে। করোনা পূর্ববর্তী সময়েই বাংলাদেশের ৫২ শতাংশ মেয়ে শিশুই ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হতো। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জরিপ অনুযায়ী, করোনাকালীন প্রতিদিন গড়ে ৬৫ জন কন্যা শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। করোনাকালে সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের মার্চ থেকে টানা দেড় বছর বন্ধ থাকার পর ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা ও তথ্য-উপাত্ত বলছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পর অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীই আর ফিরে আসেনি। যারা ফিরে আসেনি, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। এছাড়াও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শিশুধর্ষণ ও শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশকেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২১ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭৭৪ জন কন্যা শিশু। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে দেখা যায়, ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারকারী নারীদের প্রায় ৫০ শতাংশই এ দেশে সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন এবং এই নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ কন্যা শিশু। অর্থাৎ ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও নিরাপদে নেই কন্যা শিশু।

যে কোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। পুরুষরাই পৃথিবীর সব সৃষ্টির সাথে জড়িত নয়, নারীদের সুযোগ দিলে তারাও সবকিছু জয় করতে পারে। সেজন্য সব শিশুদেরই সমানভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে। আদিকাল থেকেই পরিবার ও সমাজে কন্যা শিশুরা বৈষম্যের শিকার। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজের নানা অসংক্ষিপ্ত ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়া শাখা ওয়াত হোসেন, সৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ আজীবন কাজ করে গেছেন। তাদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরও কন্যা শিশুর সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কারণ কন্যা শিশুকে বাদ দিয়ে কখনো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব না।

#

পিআইডি ফিচার